Interview details

Interview with Kazi Zahanara Islam Brishti

Interviewed by Farhana Razzak

বৃষ্টিঃ শুনেছি। আমার দাদুভাই দাদুমণি কলকাতায় ছিলেন। তার ওখানেই জন্ম। এবং আমার দাদুভাই এয়ারফোর্সে ছিলেন। ওখানে এয়ারফোর্সে ট্রান্সফার হয়ে তিনি যখন ইন্ডিয়া বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান এক ছিল ব্রিটিশ এয়ারফোর্সে ছিলেন। ব্রিটিশ এয়ারফোর্স থেকে তিনি শুরু। আমার আব্বুর ওখানেই জন্ম। আব্বু এবং আমার চাচা ফুফুর সবারই ওখানে জন্ম। '৪৭ এর যে ডিভিশন সেটা আমার দাদুভাই ইসলামাবাদে যখন এয়ারফোর্সে ছিলেন তখনেরই, তো তখন দাদুভাই কলকাতা ফিরে যান না। ডিভিশন এর সাথে দাদুভাই পাকিস্তানেই থেকে যান। এরপরে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হন যেমন ডিভিশন এর কারণে তিনি তার কলকাতা যেতে পারেন না, বাবা মার সাথে দেখা করা থেকে শুরু করে কোন কিছুই আর হয়ে উঠে না। যোগাযোগ অনেকটা বন্ধ হয়ে যার। এরপর দাদুভাই অনেকবারই মনে করেন যে কলকাতায় ফিরে যাবেন কিন্তু যেহেতু তিনি গভর্নমেন্ট জবে ছিলেন এজন্য আর ফিরে যেতে পারেন না। আর নিজের ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করে আর ফিরে যান না। ওখানেই তাদের থাকা সবকিছু। এরপর যখন '৭১-এর পর যখন আবার বলা হয় বাঙালি যারা পাকিস্তানে আছেন তারা যদি বাংলাদেশে ফিরে আসেন তাহলে তাদের একই রকম চাকরি দেওয়া হবে বা থাকার জায়গা দেওয়া হবে তখন আমার দাদুভাই চলে আসেন বাংলাদেশে। বাংলাদেশে আসেন, এখানে এসেও কলকাতার জন্য একটা টান সবসময় তার ছিল। ওখানে একদম চলে যেতে চান না তারপরও বাবা মার জন্য দেখা করার কিন্তু দেখা গেছে যে দেশ যেহেতু টোটালি ভাগ হয়ে গেছে। দুইটা দেশ দুইটা আলাদা দেশ যার কারণে যাওয়া আসা ওরকম আর হয়নি। তারপরও এখানে আসার পরও এখানে ঠিক একই রকম এয়ার ফোর্সে গভর্নমেন্ট জব সবকিছু এখানেও সেটেল হয় সবকিছু ছেলে মেয়ে সবাই টুকটাক যাওয়া আসা তো বেশি না তবে

দাদুর কাছে যেটুকু শুনেছি যে ওখানের পরিবেশ বা সবকিছু সম্পর্কে শোনাই যতটুকু। ওভাবে প্র্যাক্টিক্যালি আমার দেখা হয়নি। দাদু ভাইয়ের গল্পে গল্পে যতটুকু শুনেছি ওখানে আমাদের অনেক বড় ফ্যামিলি। বড় ফ্যামিলি বলতে জয়েন্ট ফ্যামিলি। আমাদের অনেক চাচা, ফুফু আরও দাদুভাই দাদুমণিরাও আছেন যাদের সাথে আমার এখন অতটা যোগাযোগ নেই কিন্তু দাদুভাই সবসময় চাইতেন আমরা যোগাযোগ করি বা যোগাযোগ হোক কিন্তু দুই দেশের কারণে বা দূরত্ব অনেক হয়ত ওখানে কোন সাম্প্রদায়িকতা হয়ত কমিউনিটির একটা ব্যাপার হয়ত ছিল এজন্য কখনও যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি। এখনও অতটা যোগাযোগ হয়না। অনেকটাই গ্যাপের কারণে আমার আম্মু আব্বু আমার বড় ভাইয়ারা সবাই কলকাতা ঘুরে আসছে আমার কখনও যাওয়া হয়নি এবং তাদের কাছে যতটুকু শুনেছি ওখানেও আমাদের চাচা ফুফু আত্মীয় স্বজন দাদুভাই দাদুমণি যারাই আছেন তারা আমাদেরকে অনেক আপন মনে করেন। কিন্তু যেহেতু ডিস্ট্যান্সটা অনেক বেশি, দুইটা দেশ বাঙালি হয়েও আত্মীয় হয়েও রক্তের সম্পর্কেও দেখা যায় অনেকটা দূরত্ব। এটা শুধু মাত্রই দুইটা দেশের কারণে এছাড়া আর কিছুই না। যদি হয়ত দুটা দেশ না হত তাহলে হয়ত এতটা দূরত্ব হত না। তারপরও সবসময় একটা টান থাকে যে ওখানে যাওয়ার যোগাযোগ করার কিন্তু যোগাযোগ একটা সময় ছিল, আস্তে আস্তে যাওয়া আসা না হওয়ার কারণে যোগাযোগটা আস্তে আস্তে কমে যায়। দাদুভাই মারা যাবার আগ পর্যন্ত অনেকবারই নিজের বাবা মার কাছে যেতে চেয়েছেন কিন্তু যেতে পারেন নি। আমার দাদুমণিও যেতে চেয়েছেন এরপর অসুস্থ হয়ে পড়েন অসুস্থ শরীরে এতদূর যাওয়া এটা খুব সমস্যার এজন্য যেতে পারেন না। কিন্তু দাদুমণিও মারা যাবার আগ পর্যন্ত যেতে চেয়ে ছিলেন তার ভাইবোন ভাগ্নে ভাগ্নি সবাইকে দেখতে যেতে। এখন আমরাও মাঝে মাঝে চেষ্টা করি যে কত যোগাযোগ করার বা ওখানে যাওয়ার বা কিন্তু এতটাই দূরত্ব যে হয় যাওয়া হয়ে উঠে না যোগাযোগ করলে উনারা আমাকে চিনবেনও কিনা এটাও একটা ব্যাপার যেহেতু দাদুভাই দাদুমণির সাথেই পরিচয়, দাদুভাই দাদুমণির অন্য যারা ভাইবোন তারা

হয়ত নেই এখন শুধু চাচা ফুফুরা আছেন বা তাদের যে ছেলেমেয়ে আমাদের যে কাজিন তারা আছেন তারা কতটুকু আমাদের চিনবেন বুঝবেন বা চিনতে চাইবেন এটাও একটা ব্যাপার। এজন্য একটা অনিশ্চয়তার মত যে কতটাই আমাদের সম্পর্ক এখন ওরকম আছে বা আমাদেরকে তারা ওরকমভাবে এক্সসেপ্ট করবেন এজন্য হয়ত যোগাযোগটা ওভাবে করা হয়ে উঠে না। তারপরও ওখানে যাওয়ার বা দাদুভাই-এর কাছ থেকে যতটুকু শুনেছি ভাইয়াদের কাছে যে অনেক সুন্দর বাড়ি বা আমাদের গ্রামটা অনেক সুন্দর এবং সবাই একসাথে থাকেন একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি। অনেক কিছুই আছে। ওখানে গেলেই সবার সাথে খুবই ভালো লাগে যেটা এখানে হয় না । এখানে যেমন এ আমরা খুব ছোট্ট একটা পরিবার কিন্তু ওখানে আমাদের অনেক বড় একটা পরিবার যেখানে যেতে অনেক ইচ্ছে করে যদি যেতে পারি বা হয়ত অনেক কাজিন আছেন তাদের সাথে থাকতে পারব তাদের সাথে হয়ত দূরত্ব অনেক বেশি হলেও যদি একবার হয়ত দেখা হত বা ওভাবে যোগাযোগ করা যেত তাহলে হয়ত সম্পর্কটা আবার আগের মত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দাদুভাই দাদুমণির ওরকম ইচ্ছে ছিল এখন আমাদের মাঝে মাঝে মনে হয় যে যেতে পারলে ভালো হত বা ওখানেও সেটেল হওয়া না কিন্তু তার পরও যোগাযোগ থাকা আত্মীয় স্বজন যেহেতু আছেনই । এই আর কি।

ফারহানাঃ আচ্ছা। তো তুমি একটা কথা বললে যে সাম্প্রদায়িকতা যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা বাধা ছিল। এটা কি একটু খুলে বলবে তুমি মানে সাম্প্রদায়িকতা...

বৃষ্টিঃ আমরা মেইনলি কলকাতা বাংলাদেশ দুইটা দেশেরই বাঙালি আমরা কিন্তু এখন যেহেতু দেশ ভাগ হয়ে গেছে সেহেতু এখন সেহেতু ওনারা নিজেদেরকে ভারতীয় বলেন এবং আমরা বাংলাদেশি। তো এইটা একটা ব্যাপার যেটা বাঙালি তো বাঙালি। যখন আমার দাদুভাই কলকাতা থেকে পাকিস্তান চলে যায় তখন কলকাতার বাঙালিই ছিলেন এবং যখন

'৭১-এর ডিভিশান এর পর যখন বলা হল যে বাঙালিরা যারা বাংলাদেশে চলে আসবেন পাকিস্তান থেকে তাদেরকে তাদেরকে সেম ফ্যাসিলিটিজ দেওয়া হবে তখন দাদুভাই কিন্তু চলে আসেন। তো নিজে বাঙালি মনে করেই বাংলাদেশে আসেন ভারতীয় মনে করে বাংলাদেশে আসেন না। তিনি মনে করেন যে আমি বাঙালি আমি ওখানেই যাব। তো আগে যখন তিনটা দেশ এক ছিল তখন এ ব্যাপারটা ছিল না যে বাংলাদেশি না ভারতীয় এ বা পাকিস্তানি এটাতো ছিল না। বাঙালি তো বাঙালি ছিল। কিন্তু দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার কারণে এই জিনিসটা এই যে সাম্প্রদায়িকতা এটা বা দেশ বলতে যেটা বুঝি সেটা তো দেশ ভাগ হবার কারণেই হয়েছে। নাহলে আগে তো বাঙালি বাঙালিই ছিল। আমাদেরকেও বলা হয় ইন্ডিয়া থেকে আসা। অন্য যখনি কেউ শুনে তখন অন্য কোন ভাবেও হয়ত আমাদেরকে সম্বোধন করে যে আমরা বাঙালি না বা অন্য কোন কথা দিয়ে বোঝায় আমরা বাংলাদেশি না কলকাতা থেকে আসা বাঙালি। অবশ্য বাংলাদেশেও ওইটাকে একটা আলাদা করা হয়। দুইটা দুই, আমরাও বাঙালি তাও বাংলাদেশের বাঙালি আর কলকাতার বাঙালিকে কোন না কোন ভাবে আলাদা করে কথায় আলাদা করা হয়।

ফারহানাঃ তো তোমার আরেকটা কথা যেটা ইন্টারেস্টিং লাগল সেটা মানে তোমার চাচা ফুপুদের যে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে পার্টিশান হবার পর পারিবারিক সম্পর্কগুলা একটু চেঞ্জ হয়েছে।

বৃষ্টিঃ পার্টিশান হবার পর পারিবারিক সম্পর্ক একটু না অনেক চেঞ্জ হয়েছে। যেমন হয়ত এটা এরকম হতে পারে যে আমার দাদুভাই কলকাতায় ফিরে না যেয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন এটাকে হয়ত অন্যভাবে দেখা হয়েছে যে ফ্যামিলির প্রতি কোন ভালবাসা নেই তার এজন্য তিনি চলে আসেন বাংলাদেশে কিন্তু এরকম ব্যাপারটা ছিল না। যখন যে যেই সিচুয়েশান এ থাকে দাদুভাই সবসময় বলতেন তার বাবা মা ভাই বোন তার দেশকে অনেক ভালবাসেন বলতে যখন দাদুভাই এয়ারফোর্সে

জয়েন করেন তার এটা ছিল না যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান - তিনি দেশের জন্যই করেন এবং তিনটা দেশকে এক মনে করেই করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি যখন যেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন তখন তার সম্মুখীন হয়েছেন এবং সেভাবেই জিনিসটা নিয়েছেন। কিন্তু হয়ত আমাদের ফ্যামিলির কিংবা আমার চাচা ফুপুরা দাদুভাই দাদুমণিদের মনে যে দাদুভাই শুধু নিজের জন্যই চিন্তা করেছেন তাদের কথা চিন্তা করেননি। এজন্য এভাবে হয়ত এক্সেপ্ট করেননি মনে করেছেন যে অন্য দেশ থেকে আসে ঘুরে ফিরে চলে যাবে এরকম কিছু। হয়ত ওভাবে আপন করে নেননি। এটা তাদের মেন্টালিটি হতে পারে। আর হয়ত হওয়াটাও স্বাভাবিক। যেহেতু দেশ ভাগ হয়ে যাওয়া এবং দূরত্ব অনেক কিছুই চেঞ্জ করে দেয় এবং সম্পর্কটাও চেঞ্জ করে দেয়।

ফারহানাঃ তো তোমার যারা চাচা ফুপু আছেন, তারা তো হচ্ছেন তোমার বাবার ভাইবোন তো উনাদের সাথে কেমন একটা লিয়াজো ছিল বা সম্পর্কর জায়গাটা কেমন ছিল পরে?

বৃষ্টিঃ আমার চাচা ফুপুদের সাথে সম্পর্ক না ফুপিদের সাথে সব চাচাদের সাথেই ভালো সম্পর্ক কিন্তু আমার যে চাচারা একটু মানে কলকাতার প্রতি বেশি টান ছিল। বা মনে করতেন যে না আমারা কলকাতায় যেয়েই সেটেল হব বা ওখানেই গেলে হয়ত আমরা বাংলাদেশে বাঙালিদের চেয়েও ওখানে যেয়ে কিছু তখন যখন আমার দাদা '৭১-এ চলে আসেন বাংলাদেশে তখন আমার দাদা আমার চাচা ফুপুরা অনেক স্ট্রাগল করেছেন। মানে তা এমন অনেক কিছু ফেস করেছেন যেটা তারা হয়ত তখন তাদের মনে হয়েছে যে এই দেশ তাদের একসেপ্ট করছে না তখন আমার চাচাদের মনে হয়েছে যে কলকাতায় ফিরে গেলে তাদের একসেপ্ট করা হবে। কিন্তু যতটুকু আমরা দেখেছি ওখানেও আমার চাচারা আমার যে জয়েন্ট ফ্যামিলি সেখান থেকে আলাদাই থাকেন। আমাদের সাথেও থাকেন না, এমন কলকাতায় যেয়েও ওখানে যে জয়েন্ট ফ্যামিলি সেখানেও থাকেন না। তারা টোটালি সেপারেট

থাকেন। যখন আমার চাচারা ওখানে গেলেন তখন তাদেরও ওভাবে একসেপ্ট করা হয়নি। তাদেরকেও বলতে ফ্যামিলিতে এড করা হয়নি। তাদেরকেও আলাদাই রাখা হয়েছে।

ফারহানাঃ আচ্ছা তো দাদা যে চলে আসলেন বাংলাদেশে তখন কি ওনার এডজাস্ট করতে সমস্যা হয়নি বা উনি কি ধরনের স্ট্রাগলগুলো ফেস করেছেন আসার পরে?

বৃষ্টিঃ স্ট্রাগলগুলা - দাদুভাই আসার পর পরই তো তার জব হয়নি, গর্ভমেন্ট জব যেটা কমিটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল সেটা হয়নি। দাদুভাই এখানে আসার পর ফার্স্টে শিপে আসেন। শিপে এসে চিটাগাং যেখানে সেখানে স্টে করে কিছুদিন ওখান থেকে সিলেট, সিলেট থেকে বরিশাল, এরকম আস্তে আস্তে মানে একেক জায়গায় ইয়ে ট্রাভেল করে করে ঢাকায় আসেন। তারপরে অনেক লিঙ্ক আপের দরকার হয় যেমন অনেক মানুষের সাথে দেখা করার প্রয়োজন হয়। তখন যুদ্ধের পর পর সময় ছিল কোন কিছুই গোছানো ছিল না। বাংলাদেশের কোথায় গেলে কি হবে এরকম কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তো অনেক সময় দেখা গেছে থাকার জায়গাও নেই। তো হয়ত অন্য কোন বাঙালি সে হয়ত কলকাতারই বাঙালি সে হয়ত আমার দাদুভাই দাদুমণিকে থাকার জায়গা দিলেন সেখানে। কিছুদিন থেকে বুঝলেন যে কোথায় তিনি আবার নিজের কর্মস্থলটা করতে পারবেন। আস্তে আস্তে এরকম কয়েকটা জায়গায়ই দাদুমণির কাছ থেকে শুনেছি যে দাদুমণিরা হয়ত ছিলেন কিছুদিন, হয়ত দিন ছিলেন মাস ছিলেন। এমন কি ঢাকায় আসার পরও কিছুদিন তেজগাঁওয়ে দাদুমণিরা একটা বাসায় ভাড়া ছিলেন। তখনও আমার দাদুভায়ের চাকরিটা হয়নি যেটা এখান থেকে দেওয়ার কথা ছিল। এর পর কয়েক মাস থাকার পর আস্তে আস্তে সরকারের অফিসের ঘুরতে ঘুরতে হয়ত অনেক আস্তে আস্তে হয়ত ঠিক এয়ারফোর্সেরই কিন্তু রিটায়ারমেন্টের পরের যে জবটা সেটা হয়। এ সম্ভবত এ রিটায়ারমেন্টের পরে তো অফিশিয়াল জব ছিল সেটা আর কি

একদম টোটালি কিন্তু হয়ত ওটা থার্ডক্লাস অফিসারের জব ছিল। ওরকম। ওই জব দেওয়া হয় এবং আমাদেরকে মিরপুরে একটা গভর্নমেন্ট বাড়িও দেওয়া হয়। অ্যালট করা হয়। ওখানেই আমার দাদুভাই দাদুমণি এখানে এসেই আর কি ওখানেই নিজেদের পারমানেন্ট জীবন শুরু করেন। তারপর ওখানকেই বেস করে সেখানে মিরপুরে আমার বাবার দোকান পড়ালেখা আমার চাচা ফুফু সবার পড়ালেখা শুরু হয় ওখান থেকেই।

ফারহানাঃ তো এখানে আসার পরে এখানে যারা লোকাল হ্যাঁ লোকাল মানুষজনদের সাথে উনি কিভাবে মানিয়ে নেন আস্তে আস্তে?

বৃষ্টিঃ প্রথম প্রথম অনেকটাই সমস্যা হয় যখন জানতে পারে আমার দাদুভাই দাদুমণিরা হচ্ছেন কলকাতার বাঙালি। তখন প্রথম দিকে কেউই একসেপ্ট করতে চায় না যারা লোকাল এরিয়ার ছিলেন তারা। আমাদের সাথে খুব তেমন একটা মিশতেন না, যতটুকু দাদুমণির কাছে শুনেছি। আস্তে আস্তে যখন দেখা গেছে আমার দাদুভাই দাদুমণিরা অনেক ফ্রেন্ডলি। আরেকটা ব্যাপার ছিল সেটা এরকম অনেকেই ছিল ঢাকার মধ্যে যারা আমার দাদুভাই দাদুমণির মতন তো তাদের সাথে আবার দাদুভাই দাদুমণির সম্পর্ক আবার ভালো ছিল এবং আমাদের এলাকা ওরকম ছিল। তো আস্তে আস্তে তাদের সাথে ইন্টর‍্যাকশান হতে হতে এলাকার সবার সাথেই আস্তে আস্তে ম্যাচ হয়ে গেছে। কিছু সময় লেগেছে কিন্তু হয়ে গেছে আর কি।

ফারহানাঃ তো তোমার নানুদের সম্পর্কে তো কিছু বললে না...

বৃষ্টিঃ নানুউউ...

ফারহানাঃ উনাদের জার্নিটা সম্পর্কে কেমন ছিল

বৃষ্টিঃ নানুদের জার্নিটা এ খুব আলাদা, এ এটার দেশ ভাগের সাথে তেমন কোন একটা সম্পর্ক ছিল না, তাও ছিল যেমন আমার নানুভাই চলে আসেন কারণ তখন কলকাতার অবস্থাটা এমন ছিল যে ওখানে কোন একটা কাজ করে বা কাজ করাটা খুব টাফ ছিল। নিজের প্রতিদিন জীবিকা অর্জন করাটা আমার নানুভাই ভালই ছিলেন কিন্তু আমার বড় খালামণি বিয়ে হওয়ার পর ঢাকায় চলে আসেন তো আমার নানুভাইও চলে আসেন আমার বড় খালামণির সাথে। এসে এখানেই সেটেল হন, সেটেল হয়ে আমার নানুও স্ট্রাগল অনেক করেছেন যে তারা এখানে আসার পর ফার্স্টে এখানে বাড়ি কিনতে চেয়েছিলেন সেটায় তাদের খুবই প্রবলেম হয়েছে যেহেতু তারা বাঙালি না অন্য দেশ থেকে এসেছেন। তাদেরকে বাড়ি দিতে চাচ্ছিলেন না বিক্রি করতে চাচ্ছিলেন না, বলছিলেন তাদের কোন পরিচয় নেই বা অন্য দেশের মানুষদের কাছে এভাবে দেওয়া যাবে না বা এরকম অনেক কিছুই ফেস করেছেন, তারপর আস্তে আস্তে করে আমার খালা খালু যে আমার খালু তার লিঙ্কের মাধ্যমে যে বাড়িটা তারা কিনতে পারেন। ওখানে যারা ছিলেন এবং আশে পাশে যারা ছিলেন তারাও প্রথমদিকে অনেকটাই নানুভাই বা নানুমনির সাথে অনেকটাই খারাপ বিহেভ করতেন যতটুকু শুনেছি। এবং একটা টাইমে নানু ভাই মনেও করেছিলেন যে আবার কলকাতায় ফিরে যাবেন। কিন্তু তারপর চিন্তা করেন যেহেতু এখানে এসেছেন সেটেল হওয়ার চিন্তা ভাবনা করে আবার ফিরে গেলেও হয়ত কোন বিপদে পড়তে পারেন। এজন্য আর ফিরে যান নাই। এরপর আস্তে আস্তে সবই ঠিক হয়ে গেছে কারণ তখন ব্যাপারটা এমন ছিল যে একটা যুদ্ধের পরের দেশ তো সব দিকেই একটা নিডি ভাব ছিল সবার মধ্যেই একটা চাওয়ার ভাব বা দেশের অবস্থাও খুব একটা ভালো ছিল না তার উপর বাইরে থেকে কেউ আসলে তাকে একসেপ্ট করাটা এদেশের মানুষের জন্য টাফ ছিল। হয়ত অনেকে চাইত না বা কোন একটা রাগ জিদ সবকিছুই কাজ করত হয়তো বা দেশটা যদি '৪৭-এ ভাগ না হত তাহলে হয়তো বা বাংলাদেশের অবস্থাও '৭১-এ এরকম হত না। তো সবকিছু মিলেই তখনকার সময় আর তখনতো এখনকার

সময়ের মত মানুষ এত কালচার্ড ছিল না খুব প্রাক্টিক্যালি চিন্তা করত না ইমোশনালি বেশি চিন্তা করত। আর দেশটাকে - তিনটা দেশকেই আপন মনে করত। ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান... তিনটা দেশকেই আপন মনে করত এবং নিজেদেরকে মনে করত একটা দেশের মানুষ এরকম মনে করত। তো আস্তে আস্তে এখন এসে না ব্যাপারটা সবার মধ্যে যে না আমরা তিনটা আলাদা দেশের মানুষ। তো তখন ওই খুব ভালো অবস্থায় ছিল না খুব খারাপ না কিন্তু আমার দাদুভাইদের যেমন স্ট্রাগল করতে হয়েছে এখানে এসে আমার নানুভাইদেরও স্ট্রাগল করতে হয়েছে এখানে সেটেল হতে।

ফারহানাঃ তো এখন তো তুমি বিলং করছ বর্তমান প্রজন্মে। দুটো জেনারেশান চলে গিয়েছে। তো তোমার কাছে এই মুহূর্তে দেশ ভাগ কি মিনিং বহন করে?

বৃষ্টিঃ দেশ ভাগ যতটুকু বুঝি এখনকার সময়ে আমরা যেটুকু পাচ্ছি সে হিসাবে আমি সব সময় নিজেকে বাঙালিই বলব। বাঙালি বাংলাদেশের বাঙালিই বলব কারণ দেশভাগ হয়ত যদি না হত তাহলে তিনটা দেশ এক থাকলে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল একটা দেশ হত। এবং এ তিনটা দেশের যা আছে তা আলাদা করার পর অনেক কমে গেছে অনেকটাই। তিনটা দেশ সেপারেট হবার পর যেমন আমরা যদি দেখি তাহলে দেখি ইন্ডিয়ার ভাগে সবচেয়ে বেশি আর পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এখন হয়ত অবস্থা অনেক অনেক অনেক খারাপ পাকিস্তানের। বাংলাদেশ হয়ত একটু মাথা উঁচু করে উঠতে পারছে কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থাও অনেক খারাপ ছিল। তো তিনটা দেশ যদি ভাগ না হত তাহলে তো '৭১-এর যুদ্ধটাও হত না। এবং আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি অনেক কিছু হারিয়েছি এবং বাংলাদেশ অনেক কিছু হারিয়েছে '৭১-এ। তো অবশ্যই এটা একটা নেগেটিভ ব্যাপার। হয়ত এটা হওয়া উচিত হয়নি, না হলে অনেক ভালো হত। আর এখন যে আমরাও যে পরিস্থিতিতে আছি যেমন একটা বাঙালি কিন্তু দুইটা ভাগ, একটা

কলকাতার বাঙালি আরেকটা বাংলাদেশের বাঙালি, হয়ত এটা হত না। হয়তো বা আমরা অনেক বড় একটা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকতে পারতাম। যে জয়েন্ট ফ্যামিলিটা আমাদের এখন নেই। তো অনেকগুলো দাদা দাদু। আমার দাদা দাদু মারা গিয়েছেন তো কি হয়েছে? আমার আরও তো দাদা দাদু আছেন। আমি তাদের আদর পেতে পারতাম। আরও চাচা ফুফু আছেন তাদের আদর পেতে পারতাম। কাজিনরা ছিল তাদের সাথে থাকতে পারতাম। দেশ ভাগের জন্যই এটাতো এখন সম্ভব হচ্ছে না। চাইলেও আমরা এখন কানেক্ট করতে পারছি না। আর যতটাই মর্ডানাইজড হোক না কেন আমাদের লাইফ তারপরও দূরত্ব আর দুটা দেশ তো দুটা দেশই। আর সবারই সবার দেশের প্রতি আবেগ আছে যেমন আমি বাংলাদেশে থাকি বাংলাদেশে জন্ম তাই এই দেশটার প্রতিই আমার আবেগটা বেশি। আমি আমাকে বাঙালি বলি। তার মানে আমি যদি আমার কাজিনদেরকে বলি কেন তোমরা আমাদের সাথে মিশবে না তারা বলবে যে না আমরা তো ভারতীয় আমরা তোমাদের সাথে মিশব না তাতে তো আর বলার কিছু নেই। যদি দেশটা ভাগ না হত তাহলে আমাদের মধ্যে আর এই কনভারসেশানটা হত না। তখন আমরা একই দেশের মানুষ হতাম এবং আমরা একজন আরেকজনকে হয়ত অধিকার নিয়ে কিছু বলতে পারতাম। এখন যেহেতু দুই দেশের তাও যত ভালো সম্পর্ক হোক রক্তের সম্পর্ক হোক আর আত্মীয়তার সম্পর্ক হোক তাও হয়ত এতটা অধিকার নেই একজনের উপর আরেকজনের । অবশ্যই এটা হওয়াটা ঠিক হয়নি। এটা না হলে হয়ত '৭১-এ যুদ্ধও হত না আর হয়ত এ বাঙালি দুই দেশের বাঙালিরাও হয়ত আলাদা হত না।

ফারহানাঃ তো এখন যে এই বর্ডারটা তৈরি হয়েছে দেশভাগের পরে দুইটা দেশের মাঝখানে এই বর্ডারটা তোমার কাছে কি মনে হয়?

বৃষ্টিঃ বর্ডারটা আমার কাছে মনে হয় যেহেতু ভাগ হয়েই গেছে সো এটাকে এমনভাবে করে দেওয়া উচিত যাতে যারা এখানে আছে তারা শুধু এ

দেশেরই হয়ে থাকুক আর যারা ওখানে আছে তারা শুধু ওদেশেরই হয়ে থাকুক। আর এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশিদের উপর এখন এমন অনেক কিছুই হচ্ছে হয়ত ছোট দেশ এই জন্য হয়ত দুর্বল দেশ এই জন্য এইসব বর্ডারের জন্যই হচ্ছে। বর্ডারটা এমনভাবেই করে দেওয়া উচিত যাতে এরকম কোন কিছু আর না হয়। বাঙালি হিসাবে বা বাংলাদেশি হিসাবে আমি বলব যে আমি চাই বর্ডারটা এমনভাবেই হোক যেহেতু হয়েই গেছে দুইটা দেশ হয়েই গেছে তো এমনভাবেই আলাদা হয়ে যাক যাতে ওই দেশের কোন নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট এই দেশে না পড়ে। বা এই দেশ অতটাই পাওয়ার দেখাতে পারে যতটা ওই দেশ আমাদের উপর দেখায়।

ফারহানাঃ আচ্ছা তোমাকে এখন আমি যদি জিজ্ঞেস করি তোমার বাড়ি কোথায় তোমার দেশের বাড়ি কোথায় বা তুমি কোথাকার তুমি কি বলবে...

বৃষ্টিঃ আমি বলব...

ফারহানাঃ বা কেন বলবে?

বৃষ্টিঃ আমি বলব আমি ঢাকার লোকাল। কারণ আমার জন্ম এখানে, আমার বাবা মা-রা এখানেই বড় হয়েছেন পড়ালেখা করেছেন। আমি ছোটবেলা থেকে এখানেই, মানে বড় হয়েছি এখানকার বাতাসেই নিঃশ্বাস নিয়েছি তাই আমি বলতে চাই আমি ঢাকার লোক। কারণ এইটা না যে বললে কোন সমস্যা। বাঙালিরা মানে বাংলাদেশিরা অনেক ভালো। কখনও কোন নেগেটিভ কিছু আমি এ পর্যন্ত ফিল করিনি। যখনই কাউকে বলি আমার দাদা দাদির বাড়ি কলকাতা তখনি তারা কখনও কোন নেগেটিভ কিছু বলেনি প্রথমে তাদের মধ্যে কৌতূহল বা জানার একটা আগ্রহ যে কিভাবে চলে আসল বা কি করছ এখানে বা তোমার দাদুভাই কিভাবে আসল জানার কৌতূহল কিন্তু কখনই নেগেটিভ কোন কিছু এ পর্যন্ত বলেনি। তাই মানে আমি প্রাউডলি বলতে চাই আমি ঢাকার লোকাল।

ফারহানাঃ আচ্ছা আছ যেহেতু এতদিন এখানে বা অনেক কিছুই বদলে গেছে কিন্তু এমন কোন আচার অনুষ্ঠান বা খাবার দাবার বা কোন সেলিব্রেশান কি রয়ে গেছে যেটা ওপারের ছিল যা এখনও তোমার লাইফে আছে বা তোমার ফ্যামিলিতে আছে।

বৃষ্টিঃ সেলিব্রেশান খাবার দাবার আছে যেহেতু আমাদের দুইটা ফ্যামিলিই কলকাতার সেহেতু আম্মুর রান্নার ধাঁচ পুরোটাই কলকাতা ধরনের আবার আমার দাদুমণির রান্নার ধাঁচটা পুরাই কলকাতা। অনেক কিছুই এমন খাবার যেটা হচ্ছে অন্যরা অন্যভাবে খায় বা সবার সাথে মিশলে তখন বোঝা যায়। আর এমনি কোন কালচারাল কোন ব্যাপার নেই বা ফেস্টিভ্যালের কোন কিছুও আমরা ওভাবে পালন করি না। যেটা কলকাতায় আছে বা আমরা পালন করছি এমন কিছু না, বাংলাদেশের যা সেটাই। খাওয়া দাওয়াটা অনেকটাই কলকাতার রান্নাবাড়ার মতই। আর যেই তোমার আমাদের ভাষাটা আর কি। ভাষাটা সবাই খুব বলে যে অন্য কোন টান নেই যেমন অনেকেই শুনে বলে যে বুঝতে পারে যে আমরা কলকাতার হয়ত।

ফারহানাঃ খাবার দাবারটা একটু খুলে বললে ভালো হত আর কি আমরাও জানতে পারতাম।

বৃষ্টিঃ খাবার দাবার বলতে গেলে যেমন আমি কখন বাংলাদেশের যারা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টের ওদের সাথে কখনও ওভাবে মেশা হয়নি বা তাদের খাবার সম্পর্কে জানি না। বাট অনেক এমন কিছু আছে যেটা খাবারে ইউজ করি না আমরা খাবারে তারা ইউজ করে। অত ক্লিয়ারলি আমি ঠিক বলতে পারব না। যতটুকু কলকাতার খাবার সম্পর্কে জানি সেটা হচ্ছে মাংস দিয়ে আমরা একটা বাঁধাকপি রান্না করে খাই বা পালং শাক যেটা রান্না করে খাই পনির দিয়ে আর মটরটা পনির দিয়ে খাওয়া হয়। আলু পরটাটা খাওয়া হয়। আর বেসনের লাড্ডু খাওয়া হয় আর এগুলো

সবই কলকাতার আমি যতটুকু জানি। দাদুমণির কাছ থেকে আমার আম্মু শিখেছে এই আর কি। আর নানুমনির কাছ থেকেও।

ফারহানাঃ আচ্ছা তোমাদের এত গল্প এত কষ্ট এত ঘটনা সুখ স্মৃতিও আছে। তো তুমি কি চাও তোমার এ গল্পগুলো আসলে পরবর্তী প্রজন্ম জানুক? বা জানলে কোন গল্পগুলো তুমি জানাতে চাও?

বৃষ্টিঃ গল্পগুলো যেহেতু এখনকার প্রজন্ম অনেক সিভিলাইজড তাদের একটা ক্লিয়ার সেন্স থাকা উচিত দুই দেশের ভাগ সম্পর্কে বা এখন দুই দেশের সম্পর্ক কেমন বা কেমন হওয়া উচিত। অবশ্যই সব জানা উচিত যাতে তারা নিজেদের মধ্যে একটা পার্সোনাল ভিউ আছে এটার উপর যে আমি কি করতে চাই বা আমি নিজেকে কোন দেশের বলে বিবেচনা করতে চাই বা ওই দেশের সাথে কেমন সম্পর্ক বজায় রাখতে চাই। তো অবশ্যই ফিউচারে অন্য যে জেনারেশান তাদের অবশ্যই জানা উচিত বা বুঝতে হবে যে তারা কি চায় বা তারা কিভাবে এ জিনিসটাকে দেখবে তো তাদের অবশ্যই এ ব্যাপারগুলো জানা উচিত ক্লিয়ারলি জানা উচিত। নেগেটিভ পজেটিভ খারাপ ভালো সবকিছুই কারণ এখনকার সময় আমরা সব দেখেই সব কিছু বিবেচনা করি। তো খারাপটাও জানা উচিত ভালোটাও জানা উচিত যাতে তারা নিজেরাই বলতে পারে যে তাদের কি করতে হবে বা তাদের কি করা উচিত বা তারা নিজেদের কিভাবে এক্সপ্রেস করতে চায় এ ব্যাপারটার সাথে।

ফারহানাঃ আচ্ছা তুমি কি আর কিছু বলতে চাও বা এক্সট্রা কিছু এড করতে চাচ্ছ বা কোন মন্তব্য এনিথিং তোমার মনের কথা?

বৃষ্টিঃ মনের কথা বলব যে যারা বাংলাদেশে রয়ে গেছে তাদের এখানের হয়েই থাকা উচিত একটা দেশ মানুষকে অনেক কিছু দেয় অনেক কিছুই দেয় না চাইতেই দেয়। তো ওই দেশের প্রতি টান রেখে আরেক দেশে থাকা কখনও কোন মানুষের জন্য উচিত না। তাহলে কোন দেশেরই হওয়া

যায় না। সো যে কোন একটা দেশেরই হয়ে থাকা উচিত। বাঙালি তো বাঙালি এখন আমি কোন একটা দেশের থাকলে আমি সে দেশের জন্য লয়াল থাকতে পারব, অনেস্ট থাকতে পারব। আর যদি অন্য দেশের টানও থেকে যায় তাহলে আমি কখনই যে দেশে আছি সে দেশের জন্য লয়ালও হতে পারব না অনেস্টও হতে পারব না।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved